|  |
| --- |
| **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের গুরুত্ব:** পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর পরিকল্পিত উন্নয়ন একটি দেশের টেকসই ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে কাঙ্খিত উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। আধুনিক ও পরিকল্পিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা ছাড়াও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। উৎপাদনের কাঁচামালের সুষমবন্টন ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদন খরচ হ্রাস, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ পরিকল্পিত উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখতে এবং দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি টেকসই এবং কার্যকর সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় প্রায় ২২,৪২৮ কিলোমিটার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮৫টি উন্নয়ন প্রকল্প এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ৪৫টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। সফল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হলে জনসাধারণের নিরাপদ যাতায়াত সহজ হয়, পরিবহন ব্যয় হ্রাস পায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, শিল্পায়নে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভাগের ম্যান্ডেট:**

|  |
| --- |
| সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ শুধু অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই নয়, বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। তাছাড়া সড়ক মহাসড়ক মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এর পাশাপাশি এ বিভাগ পরিবহন ব্যবস্থায় ডিজিটাল কার্যক্রম প্রচলন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, যানজট নিরসন ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালনা করছে। রাজধানী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় দ্রুতগতিবিশিষ্ট গণপরিবহন ব্যবস্থা (এমআরটি ও বিআরটি) বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্তির পথে। সরকারের এসকল কার্যক্রম ও উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। জেলা মহাসড়কসমূহ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী পুরুষ ও নারী কৃষিজীবীরা তাদের বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যাদি সহজে সংগ্রহ করতে পারে এবং উৎপাদিত পণ্য কম খরচে পরিবহন ও সহজে বিক্রয় করতে পারছে, এতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। এ ছাড়া, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল পর্যায়ের নারীর অংশগ্রহণ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে, অন্যদিকে সুলভ ও সহজ পরিবহন ব্যবহার করে তাদের পক্ষে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর ও নিরাপদ হয়েছে। পাহাড়ী ও প্রত্যন্ত এলাকাসহ প্রত্যেকটি অঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে উপজেলা গ্রোথ সেন্টার এবং সেবা কেন্দ্রসমূহে গ্রামীণ জনসাধারণের যাতায়াত সুগম হয়েছে এবং বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, বিশেষভাবে নারীসহ জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। |

**২.০ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে দেশের একক বৃহত্তম মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে প্রেক্ষাপটে সহজ ও নিরাপদ পরিবহন অবকাঠামো এবং আধুনিক দ্রুতগতি সম্পন্ন সমন্বিত গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসৃজন, পল্লী উন্নয়ন, নগর ও গ্রামীন জীবনের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস এবং দারিদ্র বিমোচনে সড়ক যোগাযোগের ভূমিকা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে সড়ক অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ সহজীকরণ, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র ও মহিলাসহ সকলের জন্য সহজলভ্য সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক নীতি নির্ধারণী দলিলসমূহ, যেমন- Revised Strategic Transport Plan (RSTP), জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা, জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা (NIMTP), রোড মাস্টার প্লান ইত্যাদিতে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এ বিভাগের কার্যক্রমে নারীবান্ধব পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্ট।

**৩.০ নারী উন্নয়নে বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ:** আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন বিশেষত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত ধরণের কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এতে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছে, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, গ্রামের নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম দ্রুত ও সহজতর হচ্ছে।
* **মোটরযান ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন:** ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের ফলে নারীরাও তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির পাশাপাশি আই.সি.টি. সেন্টার পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছে ও তাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে।
* **সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:** এটা অনস্বীকার্য যে, দুর্ঘটনায় পরিবারের নারী ও শিশুরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হলে নারীরাই অধিকতর উপকৃত হবে।
* **দ্রুতগতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ:** মেট্রোরেলে মহিলা যাত্রীগণের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য প্রতি মেট্রো ট্রেনে একটি স্বতন্ত্র মহিলা কোচ থাকবে। মেট্রো স্টেশনগুলোতে মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের সংস্থান আছে। শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের সুবিধাও থাকবে। গর্ভবতী মহিলা ও বয়স্ক যাত্রীগণের জন্য মেট্রো ট্রেনে আসন সংরক্ষিত থাকবে।
* **আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সেবা সম্প্রসারণ:** পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও স্বল্প খরচে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারছে। এতে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি হচ্ছে।

**৪.০ বিভাগের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

আন্তর্জাতিক, জাতীয় আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ফলে নারীরা স্বাবলম্বী হবে, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামের নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ সহজতর হচ্ছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীরা উপকৃত হচ্ছে। দ্রুত গতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের কর্মে অংশগ্রহণে উদ্দীপন সৃষ্টি হবে। ই-টিকেটিং ব্যবস্থার প্রচলন হলে নারীরা ঘরে বসে সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে। তাছাড়া এ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট নারীবান্ধব পদক্ষেপসমূহ নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে:

* বি.আর.টি.সি. কর্তৃক পৃথক মহিলা বাস সার্ভিস চালুকরণ;
* বি.আর.টি.সি.সহ সকল বাসে মহিলাদের জন্য সিট নির্দিষ্টকরণ।

**৫.০ বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ বিভিাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:** বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্য ৫,৪১৯ জন এবং নারীদের সংখ্যা মাত্র ৩৫১ জন যা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত মোট চাকরীজীবির ৬.৪৭ ভাগ এবং মোট অনুমোদিত পদের ০.০৩ ভাগ। তবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* **বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্পসহ সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক নির্মাণ ও চারলেনে উন্নীতকরণ, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে সড়ক নেটওয়ার্ক দেশের সকল অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে, নারীরা সহজে ও নিরাপদে এবং দ্রুত বিভিন্ন স্থানে তথা কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করতে পারছে, প্রয়োজনীয় সরকারি-বেসরকারি সেবা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারছে।

**৫.২ বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৬.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে বিভাগের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| 1 | বি.আর.টি.সি. কর্তৃক পৃথক মহিলা বাস সার্ভিস চালুকরণ | ঢাকা মহানগরীতে ০৭টি রুটে ০৭টি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। |
| 2 | প্রতি মেট্রো ট্রেনে একটি স্বতন্ত্র মহিলা কোচ | চলমান |
| 3 | নারীদেরকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহিলা গাড়ীচালক তৈরি | বিআরটিসি ১২,০১২ জন নারীকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। তাছাড়া মার্চ ২০১৮ হতে বিআরটিসি-SEIP এর আওতায় “মোটরযান ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এযাবৎ বিনামূল্যে ১,০৪৩ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |

**৬.২ বিভাগের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

* + - * মহাসড়কসমূহ উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্ভিস এরিয়া নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে মহিলাদের জন্য টয়লেট, ওয়াশরুম এবং শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* কর্মজীবি মহিলাসহ অন্যান্য মহিলা যাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য ঢাকা মহানগরীতে ০৭টি রুটে ০৭টি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বাসগুলো লোকসানে পরিচালিত হলেও বিআরটিসি কর্মজীবি নারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সার্ভিসটি অব্যাহত রেখেছে।
* বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা আছে। সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের বসার নিশ্চয়তা বিধানে বিআরটিসি বাসের কর্তব্যরত চালক, কন্ডাক্টর ও হেলপারদের কঠোর নির্দেশনা দেয়া আছে।
* মোটরযান ব্যবস্হাপনা ডিজিটালাইজড ও সম্প্রসারণের ফলে নারীরাও তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির পাশাপাশি আইসিটি সেন্টার পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছে ও তাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে ও উপযুক্ত মূল্যে বিপণন সুবিধা পাচ্ছে।
* বিআরটিসি ০৪টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ১৯টি ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ১২,০১২ জন নারীকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, বিআরটিসি কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণে নারীদের জন্য ১০% ছাড় রয়েছে। তাছাড়া মার্চ ২০১৮ হতে বিআরটিসি-SEIP এর আওতায় “মোটরযান ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ যাবৎ বিনামূল্যে ১,০৪৩ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* মহাসড়কসমূহ উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্ভিস এরিয়া নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে মহিলাদের জন্য টয়লেট, ওয়াশ রুম এবং শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

**৬.৩ নারী উন্নয়নে বিভাগের গৃহীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি কেস স্টাডি বা সাফল্য গাঁথা (Success Story)**

|  |
| --- |
| নারীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ হিসাবে দেশে পেশাদার নারী গাড়ীচালক তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিআরটিএ’র মাধ্যমে 2012 সাল হতে মহিলা গাড়ীচালক তৈরির লক্ষ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক কর্তৃক দেশে আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। মার্চ, 2021 পর্যন্ত 34,720 জন মহিলা গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ শেষে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি, ব্র্যাক কর্তৃক প্রায় ২১০০ (দুই হাজার একশত) নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের বিআরটিএ থেকে পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ব্র্যাক থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২১০০ (দুই হাজার একশত) নারী গাড়ীচালকের মধ্যে ২০০ জন পেশাদার গাড়ীচালক এবং ১৯০০ জন অপেশাদার গাড়ীচালক। পেশাদার ২০০ জন নারী গাড়ীচালক বিভিন্ন সংস্হায় ড্রাইভিং পেশায় কর্মরত আছেন। এদের মধ্যে অন্যতম মোসাঃ শারমিনা আক্তার, পিতা: মৃত নুরুল আলম, রংপুর, যিনি বর্তমানে Food and Agriculture Organization (FAO) এ কর্মরত আছেন। তিনি একজন বেকার নারী ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিআরটিএ থেকে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির পর নারী গাড়ীচালক হিসাবে Food and Agriculture Organization (FAO) এ যোগদান করেন। বর্তমানে ৭ সদস্যের পরিবার নিয়ে তিনি স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছেন। |

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ**:** ঢাকা মহানগরীতে নারী যাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) ২২টি বাস চালু করে। পরবর্তীতে [করোনা](https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/করোনা)র কারণে বাসগুলি বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এগুলো পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিআরটিসি’র অন্যান্য বাস সার্ভিস এর মধ্যে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫টি। কিন্তু বাস্তবে এসব আসন কখনই সব সময় রাখা সম্ভব হয় না। নারীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এর বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃক এখনও কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ২০ ভাগ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হলেও মাঠ পর্যায়ে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ও মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* এসডিজি ২০৩০ এর অভীষ্ট- ১১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যানবাহন দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থায় সকলের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য;
* ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লিখিত নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভূ্ক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নারীর শ্রম শক্তির অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করা এবং নারীর প্রতি মজুরী বৈষম্য দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;
* বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন ও কোম্পানীর মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতিতে ‘ঢাকা নগর পরিবহন’ শীর্ষক বাস সার্ভিস পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ মহিলা বাস সার্ভিস চালুকরণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস বৃদ্ধি করা জরুরী;
* অধিক সংখ্যক নারীদেরকে দক্ষ গাড়ীচালক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সড়ক এবং মহাসড়কে নারী যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদারকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য;
* এছাড়া, হাইওয়েতে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট/ওয়াশরুম এবং শিশুযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা জরুরী;
* সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল সমূহে নারীর উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির সফলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং পরিধি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।